

১. কর্মসূচির নাম : বাংলাদেশের নৃত্যবৈজ্ঞানিক সমীক্ষা
২. বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থা : আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট
৩. প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ : শিক্ষা মন্ত্রণালয়
৪. কর্মসূচির বাস্তবায়ন কাল : ২০১৩-২০১৪ এবং ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছর

বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা বাংলা এবং এ দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ভাষা বাংলা। কিন্তু বাংলাদেশে বাংলা ভাষিক সম্প্রদায় ছাড়াও বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী বাস করে এবং তাদের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি রয়েছে। উল্লেখ্য যে, এসব ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও তাদের ভাষাসমূহের প্রকৃত সংখ্যা ও বাস্তব অবস্থা এখনো নির্ণয় করা হয়নি। জর্জ আব্রাহাম থ্রিয়ার্সন *Linguistic Survey of India* (১৯০৩-১৯২৮)-এর মাধ্যমে এক ধরনের ভাষাজরিপ করেছিলেন। এ কাজের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অবশ্যই স্বীকার্য। কিন্তু এতকালের ব্যবধানে তা বাস্তবভিত্তিক বলে মানা যায় না। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা এবং কিছু নিবেদিত ব্যক্তি নিজেদের উদ্যোগে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীগুলির পরিচিতি ও তাদের ভাষিক পরিস্থিতি তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছেন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব কাজ বিষয়-অভিজ্ঞ গবেষকদের দ্বারা সম্পন্ন না হওয়ায় এগুলিকে বিশ্বস্তভাবে গ্রহণ করতে গবেষকদের দ্বিধা রয়েছে। তাছাড়া ভাষাজরিপ ও ভাষা-সংরক্ষণ পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া সম্পর্কিত মানব মনীষা এ কালে অধিকতর সমৃদ্ধ এবং তা আধুনিক বিজ্ঞানবোধ ও প্রযুক্তিজ্ঞান-সংবলিত হওয়ায় এ জাতীয় সকল গবেষণা সেভাবে, ব্যক্তি-আশ্রয়ী না হয়ে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ-নির্ভর হওয়াই সংগত।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশ ও বিশ্বের বিপন্ন ও অবিকশিত ভাষাগুলির সংরক্ষণ ও বিকাশের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা। বাংলাদেশের নৃত্যবৈজ্ঞানিক সমীক্ষা কর্মসূচি ইনস্টিটিউটের কার্যপ্রণালীর সঙ্গে পরিপূর্ণভাবে সংগতিপূর্ণ। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, বর্তমান সরকারের শিক্ষানীতিতে (২০১০) সকল শিশুকে মাতৃভাষার মাধ্যমে অন্তত প্রাথমিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষাদানের অঙ্গীকার রয়েছে। প্রস্তাবিত কর্মসূচি বাস্তবায়িত হলে এ দেশের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শুধু অবস্থান নয়, তাদের ভাষা-পরিস্থিতি (Language Situation) ইত্যাদি যথার্থভাবে নির্ণয় ও চিহ্নিত করা যাবে এবং এ সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করে শিশুদের মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দানের জন্য প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক রচনার কাজ সহজ হবে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক বাংলাদেশের নৃত্যবৈজ্ঞানিক সমীক্ষা সম্পাদনের নির্দেশনা ইনস্টিটিউটের পরিচালনা বোর্ডের প্রথম সভায় (০৫/০১/২০১২) প্রদান করা হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ১০/১১/২০১২ ও ১১/১২/২০১২ তারিখের সভায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞানী ও ভাষাবিজ্ঞানীদের উপস্থিতিতে এ সমীক্ষা পরিচালনার প্রয়োজনীয়তা এবং কীভাবে তা করা যায় সে-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। উপস্থিত সকলেই এ সমীক্ষা সম্ভব দ্রুততম সময়ে সম্পন্ন করার পরামর্শ দান করেন।

‘বাংলাদেশের নৃত্যবৈজ্ঞানিক সমীক্ষা’ কর্মসূচি ২০১৩-২০১৪ ও ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের জন্য ৩৮৯.৪৩ লক্ষ টাকা অনুমোদিত বাজেটে ২১ এপ্রিল ২০১৪ তারিখ প্রশাসনিক অনুমোদন লাভ করে এবং ১ জুন ২০১৪ থেকে বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু হয়। কিন্তু ৩০ জুন ২০১৫ তারিখের মধ্যে যাবতীয় কাজ সম্পন্ন না হওয়ায় জুলাই ২০১৫-জুন ২০১৬ পর্যন্ত আরও একবছরের জন্য মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়।

৩০ নভেম্বর ২০১৫ তারিখের মধ্যে কর্মসূচির মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের কাজ শেষ হয়ে সমীক্ষার তথ্য বিশ্লেষণ ও পাণ্ডুলিপি লিখনের কাজ অব্যাহত থাকে। কর্মসূচির পরিকল্পনা অনুযায়ী ১০ খণ্ড বাংলা ও ১০ খণ্ড ইংরেজি প্রতিবেদন মুদ্রণ ও প্রকাশ করার কথা। সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে ভাষা অংশের ১ম ও ২য় খণ্ড পাণ্ডুলিপি মুদ্রণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ভাষা অংশের এক খণ্ড ও নৃবিজ্ঞান অংশের দুই খণ্ড পাণ্ডুলিপি পর্যালোচনার কাজ চলছে। ৩০ জুন ২০১৬ তারিখের মধ্যে কর্মসূচির কাজ সম্পন্ন না হওয়ায় বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি আরও ৬ (ছয়) মাসের জন্য (৩১ ডিসেম্বর ২০১৬) কর্মসূচির মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব করেছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে ‘বাংলাদেশের নৃত্যবৈজ্ঞানিক সমীক্ষা’ (সংশোধিত) রাজস্ব বাজেটের আওতায় বাস্তবায়নের নিমিত্ত কর্মসূচির প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। সময়ের মধ্যে ৮ খণ্ড বাংলা এবং (বাংলা খণ্ডগুলো সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক চূড়ান্তভাবে সম্পাদিত হবার পর ১০ খণ্ড ইংরেজিতে অনূদিত হয়ে) ১০ খণ্ড ইংরেজিতে মুদ্রণ ও প্রকাশ করতে হবে।